দৈনিক

সোনালী ব্যাংক থেকে ঢাবি শিক্ষকের ৭ লাখ টাকা উধাও

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিদেশে অবস্থানকালে সোনালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে রাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকীর হিসাব নম্বর থেকে এই টাকা উধাওয়ের ঘটনা ঘটে।

গতকাল তিনি সোনালী ব্যাংকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শাখায় তার হিসাবের খোঁজ নিতে গিয়ে ঘটনা জানতে পারেন। তার হিসাব নম্বরটি একই শাখায় খোলা হয়েছিল।

সাহাদাত হোসেন জানান, গত ২০ মার্চ দিবাগত রাতে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেন তিনি। পরে ১২ মে দেশে ফিরে আসেন। বিদেশ যাওয়ার আগে তার হিসাবে ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা ছিল। এর মধ্যে এক মাসের বেতন ৩৯ হাজার টাকা যোগ হওয়ার কথা। যা নিয়ে মোট ৭ লাখ ৯ হাজার টাকা থাকার কথা। কিন্তু গতকাল বাংকে খোঁজ নিয়ে দেখেন

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

সোনালী ব্যাংক থেকে ঢাবি শিক্ষকের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মাত্র ৩৯ হাজার টাকা আছে।

সাহাদাত হোসেনের কাছে থাকা ব্যাংক স্টেটমেন্টে দেখা যায়, চার দফায় দুটি শাখা থেকে মোট ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০ মার্চ চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ শাখা থেকে ২ লাখ, ২৯ মার্চ ঢাকার সদরঘাট করপোরেট শাখা থেকে ২ লাখ, ২ এপ্রিল একই শাখা থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার এবং ৯ এপ্রিল একই শাখা থেকে ৯০ হাজার টাকা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়েছে।

ব্যাংক সূত্র জানায়, সোনালী ব্যাংকের কোনো হিসাবধারী যে শাখায় হিসাব খুলবেন শুধু সেই শাখা থেকেই তিনি চেক সংগ্রহ করতে পারবেন। সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকীর হিসাব নম্বর থেকে চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। হিসাবধারী শিক্ষকের অভিযোগের পর তার চেক বই দেখতে চাইলে তিনি তা দেখান। ব্যাংকের এ শাখার কর্তৃপক্ষ এ শিক্ষকের চেক বইটি আসল চিহ্নিত করেন।

হিসাব নম্বর থেকে টাকা উধাও হয়েছে ব্যাংকের শাখার কর্মকর্তাদের কাছে এ অভিযোগ দিতে গিয়ে অবহেলার শিকার হন বলে অভিযোগ করেন হিসাবধারী শিক্ষক।

তিনি বলেন, ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্টের খোঁজ নিতে গিয়ে হিসাব মিলছিল না। তখন আমি কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানাই। প্রাথমিকভাবে আমার অভিযোগটি তারা ভালোভাবে নেয়নি। আমাকে মানসিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। তারা আমার চেকবই দেখতে চাইলে আমি দেখাই।

এক পর্যায়ে শাখা প্রধান ওই শিক্ষকের চেকবইটি তার কাছে জমা দিতে বলেন বলেও অভিযোগ করেন হিসাবধারী শিক্ষক। তিনি বলেন, আমার কাছে আর কোন প্রমাণ নেই। চেকবইটিই শেষ প্রমাণ। শাখা প্রধান আমার চেক বইটি জমা নিতে চাইলে আমি দিইনি।

শাখা প্রধান উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. নুরুল হক বলেন, সাহাদাত হোসেনের অভিযোগের ভিত্তিতে তার চেকবইটি যাচাই করে দেখা গেছে এটি আমাদের এ শাখা থেকেই দেওয়া হয়েছে। কীভাবে এ ঘটনা ঘটল তা খুঁজে বের করতে তদন্ত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, যেসব শাখা থেকে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে সেসব শাখার কর্মকর্তাদের নিয়ে আজ হেড অফিসে মিটিং আছে। মিটিংয়ের পর বলা যাবে কীভাবে এ টাকা উধাও হয়েছে।

নুরুল হক আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চেক নকলের মাধ্যমে এ ঘটনা ঘটেছে। আমরা দেখি এখন টাকাও নকল হচ্ছে। তাই চেক নকলের বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রাপ্তি নং
কর্মকর্তা